

ইয়া আহলাল ফজর

সালেহ বিন আবদুর রাহমান আল-খুজাইরী

অনুবাদ ও সংযোজন

মাওলানা মুহাম্মাদ গিয়াস উদ্দিন

কামিল (হাদিস, তাফসির, ফিকহ ও আদব)

বিএসএস অনার্স, এমএসএস

প্রভাষক (আরবি) মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদরাসা
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।



প্রকাশকের কথা

প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার। দরুদ ও সালাম মানবতার মহান শিক্ষক রাসূল ﷺ-এর উপর। সালাত সকল ইবাদতের মূল। হাশরের মাঠে আল্লাহ তায়ালা বান্দার সর্বপ্রথম সালাত সম্পর্কে হিসেব গ্রহণ করবেন। সালাতে যদি বান্দা মুক্তি পায় তাহলে সর্ববিষয়েই মুক্তি পাবে এজন্য সালাত সঠিকভাবে আদায় না করলে আল্লাহর কাছে তা কবুল হবে না।

সালাত এমন এক ইবাদত, যা সারা বছর দৈনিক পাঁচ বার আদায় করতে হয়। মৃত্যু ছাড়া আর কোনো অবস্থাতেই সালাত মাফ হয় না। এমনকি মৃত্যুশয্যা স্বাভাবিক জ্ঞান থাকা অবস্থায় সালাত থেকে বিরত থাকার কোনো বিধান নেই। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে ফজরের সালাতের গুরুত্ব অত্যধিক। সালাতের মধ্যে যেমন ফজরের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব, তেমনি সময়ের মধ্যে ফজরের সময়ের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। বলা হয়, ফজরের সালাত দেয়ালে পড়ায় অভ্যস্ত মানুষগুলো জীবনের সব কাজে পিছিয়ে পড়ে।

ফজরের সালাতের গুরুত্বের কারণে তাতে গাফিলতির পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। মহানবি ﷺ এই সালাতকে মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণায়ক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফজরের সালাত জামাতে আদায় করার গুরুত্ব অনেক। অধিকাংশ মানুষ এই সময় ঘুমের ঘোরে অচেতন থাকে। তাই এই সময়ে আল্লাহর স্মরণে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায়ের ফজিলত সবচেয়ে বেশি। যতটা কষ্ট মনে হয় আসলে ফজরের সালাত পড়া মোটেও তেমন কঠিন কাজ নয়। শুধু প্রয়োজন ফজরের সালাত সময়মতো পড়বই পড়ব' এমন দৃঢ় ইচ্ছা মনে পোষণ করা।

পরিশেষে বইটির মাধ্যমে পাঠকসমাজ উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে এবং বইটির মধ্যে কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা আমাদের জানালে আগামী সংস্করণে সংশোধন করার ব্যবস্থা করা হবে। আল্লাহ আমাদের সকল কিছু তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন॥

মোহাম্মদ এহতেশাম

১০ নভেম্বর, ২০২৩

সূচিপত্র

♦ ইয়া আহলাল ফজর	৯
♦ সুবহে সাদিক তথা ফজরের সময়	২৫
♦ ফজরের আগে ইস্তিগফার	৩০
♦ ফজর ওয়াভে জেগে ওঠার কৌশল	৩৪
♦ দীর্ঘ রাত না জেগে যথাসম্ভব দ্রুত বিছানায় যাওয়া	৩৮
♦ রাত্রিকালে ঘুমানোর পূর্বে পবিত্রতা	৪০
১. ওজু করে শয্যা গ্রহণ করা	৪১
২. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে হাত ও মুখমন্ডল ধৌত করা	৪১
৩. জুনুবী অবস্থায় ওজু বা তায়াম্মুম করে ঘুমানো	৪১
৪. রাতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে মিসওয়াক করা	৪২
♦ ঘুমানোর আদব বা শিষ্টাচার	৪৩
♦ রাতে দোয়া কবুল হয়	৪৭
♦ তাহাজ্জুদ : রব তোমাকে ডাকছেন!	৪৮
♦ রাতে জিকির-আজকার	৫০
♦ ঘুমের উপযোগী সময় রাত	৫২
♦ সকালের ঘুম জীবনের বরকত নষ্ট করে	৫৩
♦ দিনে হালকা বিশ্রাম নেওয়া	৫৪
♦ রাত্রিকালের আমলের পরিসমাপ্তি	৫৫
♦ ফজরের সালাতের সুন্নাতি কিরাত	৫৬
♦ ফজরের সালাত দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উত্তম	৬১
♦ ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতের ফজিলত	৬৩
♦ ফজরের সুন্নাতকে হান্কা করে পড়া	৬৪
♦ ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাতে শয়ন	৬৪
♦ ফজরের সুন্নাতের কাজা	৬৫
♦ ফজরের পর যে আমলে ফজিলত বেশি	৬৭
♦ সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করা	৭৭
♦ ইশরাকের সালাত	৭৭
♦ সালাম ফিরানোর পর দুআ	৭৮

ইয়া আহলাল ফজর

সমস্ত প্রশংসা-সুখ্যাতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর বংশধর এবং সাহাবাদের প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

তাওফিকপ্রাপ্ত দল, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত চেহারা, বরকতপূর্ণ সময়ের অধিকারী যদি হয়ে থাকেন, তবে তো সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। আর যদি এঁদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকেন, তবে আপনার নিকট আমার আহ্বান-আপনি এঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চেষ্টা করুন। আপনি জানেন কি, তাঁরা কারা?

তাঁরা হলো—যারা সালাতুল ফজর জামাআতের সাথে আদায় করেন! একটি দল সর্বদা সালাতুল ফজর জামাআতে আদায় করার জন্য সব সময় অপেক্ষায় থাকেন। ইসলামের এ শিয়ার বা চিহ্নকে যত্ন করেন, তাদের দিন এ চিহ্নকে স্বাগত জানানো ও প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে শুরু হয়। তাঁদের জন্য ফেরেশতারা সাক্ষী হয়ে যান। আর যাঁরা ফজরের সালাত আদায় করেন, তাঁরা যেন পূর্ণ রাত্রী আল্লাহর ‘ইবাদতে অতিবাহিত করেন।

নিশ্চয় সালাতুল ফজর যার নাম আল্লাহ তায়ালা ‘কুরআন’ হিসেবে বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً-

‘সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়।’^১

এ সালাতের হিফাজত জান্নাতে প্রবেশ করার অন্যতম কারণ। এর উদ্দেশ্যে ওজু করা কতই না ফজিলতপূর্ণ এর জন্য পথ চলা কতই না কল্যাণকর। এর পরের সময়গুলোতে বরকত নাজিল হয়ে থাকে।

عَنْ صَخْرٍ الْغَامِذِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِمُتِّي فِي بُكُورِهَا. وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ-

‘সাখর আল-গামিদ্দী رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন—‘হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতকে ভোরের বরকত দান করুন। তিনি কোনো ক্ষুদ্র বা বিশাল বাহিনীকে কোথাও প্রেরণ করলে দিনের প্রথমভাগেই পাঠাতেন। বর্ণনাকারী সাখর رضي الله عنه একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তাঁর পণ্যদ্রব্য দিনের প্রথমভাগে (ভোরে) পাঠাতেন, ফলে তিনি সম্পদশালী হয়েছিলেন এবং এভাবে তিনি অনেক সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন।’^২

ইয়া আহলাল ফজর

যাঁরা আল্লাহর আহ্বানকারীর (মুয়াজ্জিন)-এর আহ্বানে সাড়া দেন, যিনি এভাবে ডাক দেন : (সালাতের দিকে এগিয়ে এসো, মুক্তির জন্য অগ্রসর হও) তাঁদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। যখন তাদের (ঘুম হতে সালাত উত্তম) এ আহ্বান অনুপ্রেরণা জাগায় এবং যখন তাঁরা ‘ইবাদতের অর্থ উপলব্ধি করে। অতঃপর তাঁদের স্বাগত করা কল্যাণকর দিনে, তাঁদের সংবাদ, তাঁদের দৃঢ়চিত্ত হওয়া।

^১ সূরা বনি ইসরাইল : ৭৮

^২ আবু দাউদ : ২৬০৬; তিরমিজি : ১২১২; ইবনে মাজা : ২২৩৬; আহমাদ : ১৩২৯

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (بَشِّرِ الْمَشَائِينَ فِي
الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالتُّورِ الثَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)۔

‘বুরায়দাহ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন—‘যারা অন্ধকার
রাতে মসজিদে যাতায়াত করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পূর্ণ
জ্যোতির সুসংবাদ দাও।’^৩

নিশ্চয় আপনারা গৌবরময় প্রতিফল পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। কাজেই আপনারা
প্রবৃত্তির অনুসরণকারীদের দ্রুত সুখ-আনন্দ উপভোগ করায় ঈর্ষান্বিত হবেন
না। আল্লাহর কসম! তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন না; বরং তোমাদের প্রতি
আল্লাহর অনুগ্রহ তোমরাই ঈর্ষার পাত্র হবে। তোমাদের এ সালাতের প্রতি
মনোযোগ ও তাওফিক পাওয়ার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা প্রয়োজন।
আপনাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার দিকে মুখ ফেরানো প্রয়োজন।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ
صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ
فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ۔

‘উসমান ইবনু আফফান رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ
বলেছেন—‘যে ব্যক্তি ইশার সালাত জামাতে আদায় করল, সে যেন
অর্ধ রাত ইবাদতে কাটাল। আর যে ব্যক্তি ইশা ও ফজরের সালাত
জামাতে আদায় করল, সে যেন সারা রাতই ইবাদতে কাটাল।’^৪

ইয়া আহলাল ফজর

তোমাদের জন্য সংবাদ যে তোমরা জান্নাতে আল্লাহ তায়ালায় চেহারার
দিকে দৃষ্টি দিয়ে তৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগ করবে।

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جُلُوسًا. فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْلَةَ أَرْبَعِ عَشْرَةَ. فَقَالَ: إِنَّكُمْ

^৩ আবু দাউদ : ৫৬১, তিরমিজি : ২২৩, ইবনে মাজাহ : ৭৮১

^৪ সহিহ মুসলিম : ৬৫৬; আবু দাউদ : ৫৫৫; আহমাদ : ৪০৮

سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ (سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا)۔

‘জারির ইবনু আবদুল্লাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমরা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি চৌদ্দ তারিখের রাতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন—অচিরেই তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে যেমন তোমরা এ চাঁদকে দেখছো, আর একে দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। যদি তোমরা সূর্যদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায়ে পরাভূত না হও তাহলে তা আদায় করে নাও। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন— ‘সূর্যদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবিহ পাঠ করো।’^৫

আপনি কি এতে খুশি নন যে মানুষেরা তাদের ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পরিজন নিয়ে দিনাতিপাত করছে, তাদের চেয়ে যে আপনি আপনার সময়ের বরকত, প্রফুল্লতা, মনের সমৃদ্ধি এবং বিভিন্ন প্রকার হেদায়াত পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং আল্লাহর রহমত আপনাদের ওপর বর্ষিত হওয়ার কারণে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন—

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ صَلَّى الْبَزْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)۔

‘আবু বকর ইবনু আবু মুসা রাঃ হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সঃ বলেছেন—‘যে ব্যক্তি দুই শীতের (ফজর ও আসরের) সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’^৬

এ সালাতের অর্থ হচ্ছে—সালাতুল ফজর ও সালাতুল ‘আসর।

আপনারা তো আল্লাহ তায়ালার হেফাজতে আছেন। আপনাদের আত্মা তো উত্তম আত্মা। আপনাদের শরীর তো সক্রিয়। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন—

^৫ সহিহ বুখারি : ৫৫৪, সহিহ মুসলিম : ১৪৬৬, তিরমিজি : ২৫৫৪, আবু দাউদ : ৪৭২৯, ইবনে মাজা : ১৭৭, ইয়া আহলাল ফজর !

^৬ সহিহ বুখারি : ৫৭৪; সহিহ মুসলিম : ৬৩৫

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبُنَا اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُذِرْكَهُ فَيَكُفَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ -

জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন—রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—‘যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল, সে আল্লাহর নিরাপত্তা লাভ করল।’^৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ -

‘আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিঠ দেয়। প্রতি গিঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত। অতএব, তুমি শুয়ে থাকো। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, একটি গিঠ খুলে যায়। পরে ওজু করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়। অতঃপর সালাত আদায় করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে এবং অনাবিল চিন্তে; অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য সহকারে।’^৮

ইয়া আহলাল ফজর

আপনাদের সম্মানের জন্য এটাই তো যথেষ্ট যে আপনাদের জন্য রহমতের ফেরেশতা সাক্ষী থাকবেন।

^৭ সহিহ মুসলিম : ৬৫৭

^৮ সহিহ বুখারি : ১১৪২, সহিহ মুসলিম : ৭৭৬, আবু দাউদ : ২৪১৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ
مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ
الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ
تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَاتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ-

‘আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—
মালাকগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন;
একদল দিনে, একদল রাতে। ‘আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল
একত্র হন। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে
যান। তখন তাঁদের প্রতিপালক তাঁদের জিজ্ঞেস করেন, আমার
বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাঁদের
ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাঁদের
সালাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাঁদের নিকট গিয়েছিলাম,
তখনও তাঁরা সালাত আদায়রত অবস্থায় ছিলেন।’^৯

বিশেষভাবে যাঁরা জামাতে সালাত আদায় করেন, তাঁদের জন্য সংবাদ এই
যে, আপনাদের ওজু আপনাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, আপনাদের মসজিদের
দিকে পদচালনাও কল্যাণ বয়ে আনে। মসজিদে আপনাদের অপেক্ষা (বসে
থাকা) আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত এবং অনুগ্রহ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ
وَرَأَحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَأَحَ-

‘আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—যে
ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর
জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারির ব্যবস্থা করে রাখেন।’^{১০}

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ
فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ

^৯ সহিহ বুখারি : ৫৫৫, সহিহ মুসলিম : ৬৩২

^{১০} সহিহ বুখারি : ৬৬২, সহিহ মুসলিম : ৬৬৯

ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَاةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انتَظَرَ الصَّلَاةَ-

‘আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—‘কোনো ব্যক্তির জামাতের সাথে সালাতের সওয়াব, তার নিজের ঘরে ও বাজারে আদায়কৃত সালাতের সওয়াবের চেয়ে পঁচিশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এর কারণ এই যে, সে যখন উত্তমরূপে ওজু করল, অতঃপর একমাত্র সালাতের উদ্দেশে মসজিদে রওয়ানা করল, তখন তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্তবা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ মার্ফ করা হয়। সালাত আদায়ের পর সে যতক্ষণ নিজ সালাতের স্থানে থাকে, মালাকগণ তার জন্য এ বলে দুআ করতে থাকেন—“হে আল্লাহ! আপনি তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করুন।” আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতে রত বলে গণ্য হয়।’^{১১}

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَرُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ثَبِّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ-

‘মুসলিমের বর্ণনায় আছে—‘হে আল্লাহ! তুমি তার ওপর রহমত বর্ষণ করো। হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।’ এরূপ দু’আ ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকে—যতক্ষণ না সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং ওজু নষ্ট না করে।’^{১২}

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَنْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ)) قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ ((إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَُمُ الرِّبَاطُ -

‘আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—‘আমি কি তোমাদের এমন কাজ জানাব না, যা করলে আল্লাহ (বান্দার) গুনাহসমূহ মাফ করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন?’ লোকেরা বলল—‘হে আল্লাহ রাসূল! আপনি বলুন।’ তিনি ﷺ বললেন—‘কষ্টকর অবস্থায় থেকেও পূর্ণাঙ্গরূপে ওজু করা, সালাতের জন্য বারবার মসজিদে যাওয়া এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য প্রতীক্ষা করা। আর এ কাজগুলো সীমান্ত প্রহরা, এ কাজগুলো সীমান্ত প্রহরা।’^{১৩}

অতএব, ফজর সালাত আদায়কারীর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক—যখন তারা নিদ্রা ও গল্প-গুজব পরিত্যাগ করে মর্যাদা গ্রহণ করে সফলকাম বা কৃতকার্য হলো। এঁদের মধ্যে অনেকেই এ সালাত ঠিকভাবে আদায়ের জন্য এলার্ম যুক্ত ঘড়ি ব্যবহার করে থাকেন—যাতে করে ঠিক সময়ে জাগতে পারেন বা বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে সালাত জামাতে আদায় করতে চেষ্টা করেন। আর যখন এ সালাত আদায়ের ব্যাপারে সন্দিহান হয়, তখন সে জাগানোর জন্য অন্যকে প্রতিনিধি নিয়োগ করে থাকেন। এগুলোর পূর্বে তাঁর ঈমানি চেতনা তার অন্তরকে জাগ্রত করে। এমনকি কোনো কারণে সে দেরিতে ঘুমোতে বাধ্য হলেও সালাতের সময় হলে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে ওঠে এবং তা আদায়ের জন্য উদ্যোগী হয়। কতই না উত্তম, যিনি সময়মতো

^{১২} সহিহ মুসলিম : ৬৪৯

^{১৩} সহিহ মুসলিম : ২৫১; তিরমিজি : ৫১; ইবনে খুজায়মা : ৫